রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২৩ সনের ০২ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ১২, ২০২৩

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪১—৫৯
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৩—৪০
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১—৮
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৩—৩১
৭ম	খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	১—২
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	নাই
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ

অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
এডিবি-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৫ কার্তিক, ১৪২৯/১০ নভেম্বর, ২০২২

নং ০৯.০০.০০০০.১২৩.১৪.০০৭.১৭-২১৯—আগামী ১৪ নভেম্বর ২০২২ তারিখ, রোজ সোমবার, বেলা: ১০:০০ টায় অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের এশিয়া অনুবিভাগের সম্মেলন কক্ষে (৩য় তলা, ভবন: ১৫, পরিকল্পনা কমিশন চত্তর) এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর সঙ্গে BAN (42169-024): Additional Financing – Greater Dhaka Sustainable Urban Transport Project-এর খসড়া ঋণচুক্তি এবং তৎসংশ্লিষ্ট দলিলাদির উপর Loan Negotiation অনুষ্ঠিত হবে। এ লক্ষ্যে নিম্নোক্তভাবে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল গঠন করা হলো :

(১)	জনাব মোঃ শাহ্‌রিয়ার কাদের ছিদ্দিকী, অতিরিক্ত সচিব ও অনুবিভাগ প্রধান, এডিবি অনুবিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	দলনেতা
(২)	জনাব এস এম জাকারিয়া হক, যুগ্মসচিব (এডিবি-১ অধিশাখা), অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	সদস্য
(৩)	মিজ সৈয়দা আমিনা ফাহমীন, যুগ্মসচিব (এডিবি-২ অধিশাখা), অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	সদস্য
(৪)	জনাব আনিসুর রহমান, যুগ্মসচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	সদস্য
(৫)	জনাব সফিকুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা বিআরটি কোম্পানি লিমিটেড	সদস্য
(৬)	জনাব সৈয়দ আশরাফুজ্জামান, উপসচিব, ফাবা ও আইসিটি অনুবিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	সদস্য
(৭)	জনাব এ, এস, এম, ইলিয়াস শাহ্, প্রকল্প পরিচালক (আরএইচডি অংশ), গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	সদস্য

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

(৮)	জনাব টি, কে, এম, মোশফেকুর রহমান, উপসচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
(৯)	জনাব আ.ন.ম. ফয়জুল হক, উপপ্রধান, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
(১০)	মিজ আহমিদা বেগম, সিনিয়র সহকারী সচিব (ড্রাফটিং), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	সদস্য
(১১)	জনাব কাজী আরেফীন রেজওয়ান, সিনিয়র সহকারী সচিব (এডিবি-১ শাখা), অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	সদস্য
(১২)	জনাব মোঃ মহিবুল ইসলাম খান, প্রকল্প পরিচালক (বিবিএ অংশ), গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট, প্রতিনিধি, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ও সেতু বিভাগ	সদস্য
(১৩)	প্রতিনিধি, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	সদস্য
(১৪)	প্রতিনিধি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	সদস্য

২। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সকল সদস্য যথাক্রমে উক্ত Loan Negotiation-এ অংশগ্রহণ করবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কাজী আরেফীন রেজওয়ান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

[কাস্টমস]

বিশেষ আদেশ

তারিখ: ২১ কার্তিক, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/০৬ অগ্রহায়ণ, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৯/২০২২/কাস্টমস/৪৪৬।—The Customs Act, 1969 (Act-IV of 1969) এর Section-13(2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট এ অবস্থিত মেসার্স বেলাজিও লিমিটেড নামীয় শুল্কমুক্ত বিপণী (বন্ড লাইসেন্স নং-৪/কাস/এসবিডব্লিউ/২০১৮, তারিখ: ২৯-০৭-২০১৮ খ্রি:) এর অনুকূলে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের জন্য নিম্নবর্ণিত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সমাপনী মজুদ (১৮৯১০.৪০ মাঃ ডলার) সমন্বয়ের শর্তে নির্ধারণ করা হলো:

ক্রমিক নং	পণ্যের বিবরণ	২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের জন্য বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা (মাঃ ডলার)
১	সিগারেট, সিগার ও টোব্যাকো	৩৬০০০.০০
২	লিকার ও অন্যান্য ড্রিংকস (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অনুমতি সাপেক্ষে)	৫৪০০.০০
৩	কসমেটিক্স ও টয়লেট্রিজ সামগ্রী	৫৪০০.০০
৪	কনফেকশনারী, ইলেক্ট্রনিক্স, গিফট আইটেম, জুয়েলারী ও নন অ্যালকোহলিক বেভারেজ	৫৪০০.০০
	সর্বমোট=	**৫২২০০.০০ (বায়ান্ন হাজার দুইশত)**

নাজমুন নাহার
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড)।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

আদেশ

তারিখ: ১৪ কার্তিক ১৪২৯/৩০ অক্টোবর ২০২২

নং ১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০০৪.২২(অংশ-১)-৩৪৮— যেহেতু, জনাব মোঃ নাসিমুল হক, লাইব্রেরিয়ান (সাময়িক বরখাস্তকৃত), নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আইডিইএ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে ৫টি প্যাকেজের কাজ পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস এবং অবৈধ অর্থ লেনদেন করেন মর্মে অভিযোগ রয়েছে;

যেহেতু, তিনি অভিযোগকারীর নিকট ৪৭,০০,০০০ (সাতচল্লিশ লক্ষ) টাকা চেয়েছেন মর্মে নিজেই স্বীকার করেন এবং টেন্ডার দাতা প্রতিষ্ঠান রেডিসন ডিজিটাল টেকনোলজিস লিঃ এর প্রতিনিধির নিকট হতে ২৫,০০,০০০ (পঁচিশ লক্ষ) টাকা গ্রহণ করেন মর্মে প্রাথমিক তদন্ত কমিটির নিকট প্রতীয়মান হয়;

যেহেতু, তার পদবি লাইব্রেরিয়ান, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেকে সহকারী সচিব হিসেবে পরিচয় দেন ও সহকারী সচিব উল্লিখিত ভিজিটিং কার্ড সরবরাহ করেন এবং তার ফেসবুক পেজেও সহকারী সচিব পরিচয় দিয়ে প্রতারণা করেন;

যেহেতু, তিনি তার ফেসবুক আইডিতে সহকারী সচিব পদ ব্যবহার করার কথা প্রাথমিক তদন্তে স্বীকার করেন;

যেহেতু, তিনি ক্রয় কর্তৃপক্ষের কর্মচারী হয়েও টেন্ডার প্রতিষ্ঠানের সিডিউল দেখে দেয়াসহ প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাকে ঘুষ দেয়ার প্রস্তাব এবং সরকারি কর্মচারী হয়েও একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন টেন্ডার কার্যক্রমে পরামর্শ দিতেন মর্মে স্বীকার করেন;

যেহেতু, তার উক্ত কর্মকান্ডে নির্বাচন কমিশনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। তার এ ধরনের কার্যকলাপ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এর ধারা ৬৪(১) ও ধারা ৬৪(২) অনুযায়ী শৃঙ্খলা পরিপন্থি। এছাড়াও, তার এহেন কর্মকাণ্ড সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এর বিধি ১৯ এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও বিধি ৩(ঘ) অনুযায়ী "দুর্নীতিপরায়ণতা" এর শামিল;

যেহেতু, তাকে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের স্মারক নং ১৭.০০.০০০০.০১৫.৫৫.০০১.১৯-৪৩৮, তারিখ: ০৯ নভেম্বর ২০২১ মোতাবেক সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী তিনি টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটির সদস্য জনাব মোঃ রুহুল আমিন মল্লিক'কে ৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা ঘুষ দেওয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন;

যেহেতু, জনাব মোঃ নাসিমুল হক কর্তৃক বিভাগীয় তদন্তকালীন সাক্ষীদের জেরা করা হলেও তার বিরুদ্ধে আনিত ২৫,০০,০০০ (পঁচিশ লক্ষ) টাকা গ্রহণের অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তকারী কোনো জেরা করেননি;

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ সঠিক নয় মর্মে তিনি দাবী করলেও তদন্তকালীন জবানবন্দিতে তা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হন;

যেহেতু, তার প্রদত্ত জবানবন্দি এবং উপস্থাপিত অন্যান্য সাক্ষীদের তিনি যে জেরা করেছেন তা দ্বারা তাকে নির্দোষ প্রমাণের পরিবর্তে তার বিরুদ্ধে আনিত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এবং বিধি

৩(ঘ) অনুযায়ী "দুর্নীতিপরায়ণতা" এর অভিযোগের সাথে তার সম্পৃক্ততার বিষয়টিই তদন্তে প্রমাণিত হয়;

যেহেতু, উল্লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে জনাব মোঃ নাসিমুল হক, লাইব্রেরিয়ান (সাময়িক বরখাস্তকৃত), নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এবং বিধি ৩(ঘ) অনুযায়ী "দুর্নীতিপরায়ণতা" এর অভিযোগ আনয়ন করে বিভাগীয় মামলা নং-০৩/২০২২ রুজু করা হয়। তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় কারণ-দর্শালে তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন। গত ০৮-০৩-২০২২ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানিকালে তার লিখিত জবাব ও মৌখিক বক্তব্য সার্বিক পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় বিষয়গুলি তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক তদন্তের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(২) মোতাবেক জনাব মোঃ মাহবুবার রহমান সরকার, যুগ্মসচিব (আইন), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়। নিযুক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা বিস্তারিত তদন্ত শেষে তার বিরুদ্ধে আনিত "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতিপরায়ণতা" এর অভিযোগ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করে প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন, বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদন এবং তৎসংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনায় জনাব মোঃ নাসিমুল হক, লাইব্রেরিয়ান (সাময়িক বরখাস্তকৃত), নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনিত "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি পরায়ণতা" এর অভিযোগে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে সরকারি চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ০৭ জুন ২০২২ তারিখে তাকে ০৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে জবাব প্রদানের জন্য ২য় কারণ-দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করা হয়। তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত নোটিশের জবাব দাখিল করেন প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাকে চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করার বিষয়ে গত ০৮ আগস্ট ২০২২ তারিখে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(১০) ও বিধি ৭(১১) এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এর প্রবিধি ৬ অনুযায়ী তার উপর গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের জন্য সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত "চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" নামীয় গুরুদণ্ড চূড়ান্তকরণে সরকারী কর্ম কমিশন পরামর্শ প্রদান করেছেন;

যেহেতু, জনাব মোঃ নাসিমুল হক, লাইব্রেরিয়ান (সাময়িক বরখাস্তকৃত), নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা এর বিরুদ্ধে প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন, বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদন, দাখিলকৃত জবাব, তৎসংশ্লিষ্ট কাগজপত্র এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের স্মারক নং ৮০.০০.০০০০.১০৬.০৪.০৪৪.২২-১৮৮, তারিখ: ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ এর পত্রের সুপারিশ পর্যালোচনান্তে তার কর্তৃক সংঘটিত "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতিপরায়ণতা" এর অপরাধের জন্য তাকে সরকারি চাকরি হইতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ সিদ্ধান্তের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রস্তাবের বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন;

সেহেতু, জনাব মোঃ নাসিমুল হক, লাইব্রেরিয়ান (সাময়িক বরখাস্তকৃত), নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও বিধি ৩(ঘ) অনুযায়ী "দুর্নীতিপরায়ণতা" এর অভিযোগে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপবিধি ৩(ঘ) অনুযায়ী চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করা হল। উক্ত সময়ে তিনি যে খোরপোষ ভাতাদি প্রাপ্য হয়েছেন, তার অতিরিক্ত আর কিছু পাবেন না।

মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার
সচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-৪ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৪ কার্তিক ১৪২৯/৩০ অক্টোবর ২০২২

নং ০৫.০০.০০০০.১৮৩.২৭.০০৯.২২(বিমা)-৪০৩—যেহেতু, জনাব ইমরুল কায়েস (পরিচিতি নম্বর: ১৬৩৫০), সিনিয়র সহকারী সচিব এবং প্রাক্তন উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন (বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত)-এর বিরুদ্ধে গত ০১-০৭-২০২০ হতে ৩১-০৭-২০২২ তারিখ পর্যন্ত দুর্নীতি দমন কমিশনে উপপরিচালক হিসেবে কর্মরত থাকাকালে উক্ত কার্যালয়ের ২৯-০৩-২০২২ তারিখের ০০.০১.০০০০.১০৪.০৮.০৫৪.১৯.৩২৮ নং স্মারকের মাধ্যমে ১০-০৫-২০২২ হতে ১৮-০৫-২০২২ তারিখ পর্যন্ত মঞ্জুরিকৃত ছুটি ভোগ না করে উক্ত মঞ্জুরিপত্রের স্মারক, ইস্যুকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ অবৈধভাবে পরিবর্তন করে অবিকল নকলপত্র সৃজনপূর্বক কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করে ১৩-০৭-২০২২ তারিখ ভারত ভ্রমণ, ভারত থেকে সিংগাপুর হয়ে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন গমন এবং একই পথে ১৭-০৭-২০২২ তারিখে দেশে ফেরত আসার মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য এবং দায়িত্বে চরম অবহেলা প্রদর্শনের অভিযোগ উত্থাপিত হয় যার প্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ-এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১০ অক্টোবর, ২০২২ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮৩.২৭.০০৯.২২(বিমা)-৩৭৩ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয় এবং অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে আনিত অভিযোগসমূহের ব্যাপারে লিখিত জবাব দাখিল করতে বলা হয়; এবং

২। যেহেতু, তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করলে ২৬-১০-২০২২ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং শুনানিকালে রাষ্ট্রপক্ষের নথি উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা অভিযোগনামায় উল্লিখিত অভিযোগসমূহ উত্থাপন করলে অভিযুক্ত কর্মকর্তা বলেন যে, তাঁর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগসমূহ সত্য নয়; তিনি কর্তৃপক্ষকে যথাযথ ভাবে অবহিত করে অনুমোদিত ছুটি মঞ্জুরিপত্রের আলোকে ভারত গমন করেছিলেন এবং তিনি উক্ত মঞ্জুরিপত্রের স্মারক নম্বর, তারিখ বা ইস্যুকারীর স্বাক্ষর অবৈধভাবে জাল করেননি বা করার কোনো প্রয়োজন ছিলো না; এবং তিনি সিংগাপুর হয়ে মেলবোর্ন গমন করেননি বা একই পথে দেশে ফেরত আসেননি; এবং তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের সাথে তাঁর পাসপোর্ট প্রদর্শন করেন এবং ১০-০৭-২০২২ থেকে ১৮-০৭-২০২২ তারিখ পর্যন্ত ভারত ভ্রমণের বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করার প্রমাণ দাখিল করেন; এবং

৩। যেহেতু, শুনানিকালে দাখিলকৃত কাগজপত্র, উভয়পক্ষের বক্তব্য, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিপরীতে ইস্যুকৃত বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুরির জি.ও, তাঁর দ্বারা যথাযথভাবে কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণের প্রমাণক এবং সর্বোপরি তাঁর পাসপোর্ট পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রতীয়মান হয় যে তিনি ভারত গমনের পর সিংগাপুর হয়ে মেলবোর্ন গমন করেন নি বরং তিনি তাঁর বিপরীতে ইস্যুকৃত বহি: বাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুরিপত্রের আলোকে কর্তৃপক্ষকে যথাযথভাবে অবহিত করে কেবল ভারত ভ্রমণ করেছিলেন; এবং মাত্র ১ (এক) কার্যদিবস ভারতে অবস্থানের পর কর্তৃপক্ষের মৌখিক আদেশে ১৭-০৭-২০২২ তারিখে আখাউড়া ল্যান্ডপোর্ট দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে দুদক কার্যালয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন;

৪। সেহেতু, জনাব ইমরুল কায়েস (পরিচিতি নম্বর: ১৬৩৫০), সিনিয়র সহকারী সচিব এবং প্রাক্তন উপপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন (বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনিত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে এই বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

৫। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কে এম আলী আজম
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৫ কার্তিক ১৪২৯/৩১ অক্টোবর ২০২২

নং ০৫.০০.০০০০.১৮৪.২৭.০০৭.১৯(বিমা)-৬০২—যেহেতু, জনাব আসিফ ইমতিয়াজ (পরিচিতি নং-১৬৭৫৩), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় একজন দায়িত্বশীল সরকারি কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে বেগম লায়লা শারমিন, গ্রীনরোড, ফুলপুর, ময়মনসিংহ-এর সহিত যোগাযোগ স্থাপন করে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা, স্টান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ, কদমতলী শাখা, চট্টগ্রামে বেগম লায়লা শারমিন-এর নামে ২০৪৩৩০০০৩৫৬ নং হিসাব খোলা এবং উক্ত হিসাব পরিচালনার বিষয়ে তাঁর সম্পৃক্ততা থাকার অভিযোগে এ মন্ত্রণালয়ের ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮৪. ২৭.০০৭.১৯(বিমা)-৪১৩ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা জানতে চাওয়া হয়; এবং

২। যেহেতু, তিনি নির্ধারিত ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে জবাব দাখিল না করে একই বিধিমালা ৭(১)(খ) বিধি অনুযায়ী জবাব দাখিলের নিমিত্ত ১০ (দশ) কার্যদিবস বর্ধিতকরণের জন্য আবেদন করায় এ মন্ত্রণালয় হতে ০১-১০-২০১৯ তারিখের ৪৪২ নং স্মারকে ১০ (দশ) কার্যদিবস সময় বর্ধিত করার পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৯-১০-২০১৯ তারিখ লিখিত জবাব দাখিল করে জবাবে তিনি ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে গত ০৫-১১-২০১৯ তারিখ শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং বিভাগীয় মামলার অভিযোগ, উভয় পক্ষের বক্তব্য ও সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করে অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড হতে পারে বিধায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) বিধি অনুযায়ী বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

৩। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা চট্টগ্রামে থাকাকালীন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে অভিযোগকারী বেগম লায়লা শারমিন এর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে সাক্ষী তমার বাসায় স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে সাবলেট ভাড়াটিয়া হিসাবে নিয়মিত যাতায়াত এবং অবস্থানের মাধ্যমে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং অভিযোগকারীর নামে Standard Bank Ltd. কদমতলী শাখা, চট্টগ্রামে ২০৪৩৩০০০৩৫৬ নং হিসাব খোলা ও লেনদেনের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব আসিফ ইমতিয়াজের সম্পৃক্ততা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনিত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে; এবং

৪। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট নথি ও কাগজপত্র পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় কেন তাঁকে একই বিধিমালার ৪(৩) বিধি অনুযায়ী চাকরি হতে বরখাস্ত বা অন্য কোনো যথোপযুক্ত গুরুদণ্ড প্রদান করা হবে না সে বিষয়ে ২য় কারণ-দর্শানো হলে তিনি ১০ অক্টোবর ২০২২ তারিখে কারণ-দর্শানোর জবাব দাখিল করেন; এবং

৫। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযুক্ত কর্মকর্তার ২য় কারণ-দর্শানোর জবাব, নথি পর্যালোচনা ও সকল বিষয় বিবেচনান্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযাগ প্রমাণিত হলেও নবীন কর্মকর্তা বিধায় তাঁকে গুরুদণ্ডের পরিবর্তে লঘুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

৬। সেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন ও অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব আসিফ ইমতিয়াজ (পরিচিতি নং-১৬৭৫৩), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-এর দাখিলকৃত ২য় কারণ-দর্শানোর জবাব পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(২)(ঘ) বিধি অনুযায়ী তাঁকে আগামী ৩ (তিন) বছরের জন্য 'বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনতিকরণ' অর্থাৎ ৬ষ্ঠ গ্রেডে ৩৫৫০০—৬৭০১০ টাকা বেতন স্কেলে নিম্নধাপ ৩৫৫০০ টাকা মূল বেতনে অবনতিকরণ সূচক লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। তবে দণ্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৩৫৫০০—৬৭০১০ টাকার স্কেলে (৬ষ্ঠ গ্রেড) বর্তমানে প্রাপ্ত বেতন ধাপে প্রত্যাবর্তন করবেন। তিনি কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কে এম আলী আজম
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৫ কার্তিক, ১৪২৯/৩১ অক্টোবর, ২০২২

নং ০৫.০০.০০০০.১৮২.২৭.০০৫.২১-১২৭৭—যেহেতু, জনাব মোহা: যোবায়ের হোসেন (পরিচিতি নং-১৭০৯২), প্রাক্তন ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নওগাঁ বর্তমানে উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন, আঞ্চলিক কার্যালয়, রাজশাহী এর বিরুদ্ধে নওগাঁ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত থাকাকালে ভূমি অধিগ্রহণে বিভিন্ন অনিয়ম ও অপরাধ সংঘটনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী

(শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতিপরায়ণতা" অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রণয়নপূর্বক তার নিকট প্রেরণ করা হয়; তিনি অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রাপ্ত হয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লিখিত বক্তব্য দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির জন্য ইচ্ছা পোষণ করেন; সে পরিপ্রেক্ষিতে ১০-০৬-২০২১ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়; ব্যক্তিগত শুনানিঅন্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(২)(ঘ) অনুযায়ী তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করেন; তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোহা: যোবায়ের হোসেন (১৭০৯২)-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনিত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে তবে উক্ত মামলায় জনাব মোহা: যোবায়ের হোসেন (১৭০৯২)-এর বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতিপরায়ণতার অভিযোগটি প্রমাণিত হয়নি; এবং

২। যেহেতু, নথি, তদন্ত প্রতিবেদন ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, জনাব মোহাঃ যোবায়ের হোসেন (১৭০৯২)-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত "অসদাচরণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে তাই সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী তিনি শাস্তি পাওয়ার যোগ্য;

৩। সেহেতু, জনাব মোহা: যোবায়ের হোসেন (পরিচিতি নং-১৭০৯২), প্রাক্তন ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নওগাঁ বর্তমানে উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন, আঞ্চলিক কার্যালয়, রাজশাহী-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক আনীত "অসদাচরণ" এর অভিযোগ তদন্তে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে একই বিধিমালার ৪(২)(খ) বিধি অনুযায়ী তার "পরবর্তী বেতন বৃদ্ধির প্রাপ্যতার তারিখ হতে তৎপরবর্তী ৩ (তিন) বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখার" লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো এবং ভবিষ্যতে বেতন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তিনি এর জন্য কোনো বকেয়া সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কে এম আলী আজম
সিনিয়র সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ: ২৪ কার্তিক, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/০৯ নভেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

নং ১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৪৮.৮৪.২৮৮—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব কে. এম. ইলিয়াস হোসেন, জন্ম তারিখ: ২০-১২-১৯৯৪ খ্রি., পিতা-কে. এম. মোতাররফ হোসেন, মাতা-আসমা খন্দকার, গ্রাম-উধুনিয়া, ডাকঘর-উধুনিয়া, উপজেলা-উল্লাপাড়া, জেলা-সিরাজগঞ্জ। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার ৩ নং উধুনিয়া ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হইল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শফিউল আলম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আদেশ

তারিখ: ১৭ কার্তিক ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/০২ নভেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার ০৫ নং ব্রাহ্মণবাজার ইউনিয়নের অস্থায়ী নিকাহ্ রেজিস্ট্রার জনাব মোহাম্মদ মঈন উদ্দিন এর নামীয় অস্থায়ী নিকাহ্ রেজিস্ট্রার লাইসেন্সে তার নাম ও পিতার নাম পরিবর্তন প্রসঙ্গে।

নং বিচার-৭/২ এন-৩৯/৮৩(অংশ)-২৮১—উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার ০৫নং ব্রাহ্মণবাজার ইউনিয়নের অস্থায়ী নিকাহ্ রেজিস্ট্রার জনাব মোহাম্মদ মঈন উদ্দিন এর আবেদনের প্রেক্ষিতে তাঁর নামীয় অস্থায়ী নিকাহ্ রেজিস্ট্রার লাইসেন্স নাম মোহাম্মদ মঈন উদ্দিন, পিতা: মৃত মো: আপ্তাব মিয়া এর পরিবর্তে যথাক্রমে নাম মো: মঈন উদ্দিন চৌধুরী এবং পিতার নাম মো: আপ্তাব মিয়া চৌধুরী মর্মে প্রতিস্থাপন করা হলো।

মুরাদ জাহান চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আদেশ

তারিখ: ২৮ কার্তিক, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/১৩ নভেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

নং বিচার-৭/২-এন-৮৯/৮২-২৯০—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (মুহাম্মদ আব্দুল আউয়াল, জন্ম তারিখ: ০১-০৩-১৯৮৫ খ্রি., পিতা-মুহাম্মদ আব্দুস ছাত্তার, মাতা-মোছাঃ রহিমা আক্তার, গ্রাম-লক্ষীখালী, ডাকঘর-হাওলার ডাঙ্গা, উপজেলা-মোরেলগঞ্জ, জেলা-বাগেরহাট) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাগেরহাট জেলার মোরেলগঞ্জ উপজেলার ১২ নং জিউধরা ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হইল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুরাদ জাহান চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আদেশ

তারিখ: ২৯ কার্তিক, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/১৪ নভেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ উপজেলার গোদনাইল ইউনিয়নের নিকাহ্ রেজিস্ট্রার জনাব মো: নাজমুল ইসলামকে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ০৮নং ওয়ার্ডের নিকাহ্ রেজিস্ট্রার হিসেবে গণ্য করা প্রসঙ্গে।

নং ১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৫৪.১১-২৯১—উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ থানার গোদনাইল ইউনিয়নের অধিক্ষেত্র সংক্রান্তে হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং-৭৩৬০/২০১১ এ জনাব মো: নাজমুল ইসলাম-কে স্থায়ী নিকাহ্ রেজিস্ট্রার লাইসেন্স প্রদানের নির্দেশনা থাকায় ও কনটেম্পট পিটিশন নং-২০১/২০১৩ মোকদ্দমাটি নিষ্পত্তি হওয়ায়, নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ থানার সাবেক গোদনাইল ইউনিয়নটি বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডে রূপান্তরিত হওয়ায় এবং জনাব মো: নাজমুল ইসলাম আবেদন করায় তাঁর নামীয় নিকাহ্ রেজিস্ট্রার লাইসেন্সটি গোদনাইল ইউনিয়নের পরিবর্তে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ০৮ নং ওয়ার্ডের নিকাহ্ রেজিস্ট্রার লাইসেন্স হিসেবে গণ্য করা হলো।

মুরাদ জাহান চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-১২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৪ কার্তিক ১৪২৯/০৯ নভেম্বর ২০২২

নং ৩৯.০০.০০০০.০১২.০০২.০৭.২২.১৪৩—২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপের আবেদনপত্র যাচাই, আবেদনকারীগণের মৌখিক পরীক্ষা/সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও ফেলোশিপ প্রদানের সুপারিশ প্রণয়নের জন্য খাদ্য ও কৃষি বিজ্ঞান কমিটি-৩ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করা হলো:

আহ্বায়ক

১. ড. মোঃ জালাল উদ্দিন সরদার
অধ্যাপক, ভেটেরিনারি এন্ড এনিমেল সায়েন্সেস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

সদস্যবৃন্দ

২. জনাব তোফায়েল আহমেদ
অধ্যাপক, কৃষি বনায়ন ও পরিবেশ বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

৩. ড. মীর্জা হাছানুজ্জামান
অধ্যাপক, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

সদস্য-সচিব

৪. জনাব মোঃ হানিফ সিকদার
উপসচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

খান মোঃ রেজা-উন-নবী
উপসচিব।

অধিশাখা-০৫

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৫ কার্তিক ১৪২৯/১০ নভেম্বর ২০২২

নং ৩৯.০০.০০০০.০০৫.১১.০১৫.২২.৩৬৩—জনাপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১১ অক্টোবর ২০২২ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৩২.১৯.০০৩.২১-৮০৭ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিক্রমে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ আইন, ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৮)-এর ধারা ৫(৩)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন (পরিচিতি নম্বর: ৫৭১৬), যুগ্মসচিব-কে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের সদস্য (প্রশাসন) পদে পদায়ন করা হলো।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আছির উদ্দীন সরদার
উপসচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
কারিগরি শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৪ কার্তিক ১৪২৯/৩০ অক্টোবর ২০২২

নং ৫৭.০০.০০০০.০৫১.২৭.০০১.২২-২৮৬—যেহেতু, জনাব মোঃ মেহেদী হাসান, ইনস্ট্রাক্টর (টেক/মেকাট্রনিক্স), চাঁপাইনবাবগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে গত ১৬-০৯-২০২১ খ্রিঃ তারিখে যোগদান করেন। যোগদানের পর থেকে তিনি অধ্যক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে বিভিন্ন সময়ে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন। ফলে অধ্যক্ষ তাকে ২৮-১০-২০২১ তারিখে ১ম কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করেন। কারণ-দর্শানো নোটিশের সন্তোষজনক জবাব প্রদান না করায় এবং ভুল স্বীকার করায় অধ্যক্ষ তাকে ২৮-১২-২০২১খ্রিঃ তারিখে ১ম বার লিখিতভাবে সতর্ক করে

পত্র জারি করেন। সতর্ক করার পরও তিনি অধ্যক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে পুনরায় কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন ফলে তাকে ০২-০২-২০২২ খ্রিঃ তারিখে ২য় কারণ-দর্শানো নোটিশ এবং ১৯-০২-২০২২ খ্রিঃ তারিখে ৩য় কারণ-দর্শানো নোটিশ দেয়া হয়;

যেহেতু, কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে বিভিন্ন তারিখে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে সর্বমোট ৭৩ দিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত, অর্পিত দায়িত্ব পালনে অবহেলা এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ন্যায়সঙ্গত আদেশ অমান্য করার অপরাধে তাকে অভিযুক্ত করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে তিনি লিখিত জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানির ইচ্ছা পোষণ করেন;

যেহেতু, তিনি ১১-০৯-২০২২ খ্রিঃ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণ করে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ স্বীকার করেন এবং অভিযোগের বিপরীতে তিনি কোনো যৌক্তিকতা/প্রমাণক উপস্থাপন করেননি;

যেহেতু, সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তার নিয়োগপত্রের 'গ' নং শর্তানুযায়ী তিনি চাকরিতে বহাল থাকার অনুপযোগী বলে বিবেচিত হন। ফলে তাকে "চাকরি হতে অপসারণ" করা সমীচীন হবে; এবং

সেহেতু, জনাব মোঃ মেহেদী হাসান, ইনস্ট্রাক্টর (টেক/মেকাট্রনিক্স), চাঁপাইনবাবগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর নিয়োগপত্রের 'গ' নং শর্তানুযায়ী তিনি চাকরিতে বহাল থাকার অনুপযোগী বলে বিবেচিত হওয়ায় তাকে "চাকরি হতে অপসারণ" করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ কামাল হোসেন
সচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকের স্থলাভিষিক্ত]
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৫ ভাদ্র ১৪২৯/৩০ আগস্ট ২০২২

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭৮.১১.০০৮.২০১৫-৩৭৪—"বাংলাদেশ জাতীয় অধ্যাপক (নিয়োগ, শর্তাবলী ও সুবিধাদি) সিদ্ধান্তমালা-১৯৮১" অনুযায়ী বিশিষ্ট শিশুবিশেষজ্ঞ প্রফেসর এমকিউকে তালুকদার, চেয়ারম্যান, সেন্ট্রাল ফর উইমেন এন্ড হেলথ (সিডব্লিউসিএইচ)-কে নিয়োগের তারিখ হতে ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য নিম্নোক্ত শর্তে জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হলো:

২.১ তিনি কোনো গবেষণা সংস্থা বা শিক্ষায়তনের সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে নিজের পছন্দমত ক্ষেত্রে গবেষণামূলক কাজ করবেন এবং যেক্ষেত্রে তিনি কাজ করবেন তা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবেন;

২.২ তিনি যে শিক্ষা/গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত থাকবেন সেই প্রতিষ্ঠানের নিকট তাঁর শিক্ষা/গবেষণামূলক কাজের বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করবেন, সেই প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান-কে তাঁর কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত রাখবেন;

২.৩ জাতীয় অধ্যাপক পদে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে তিনি অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের গত ২৪ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখের ৩৭.০০.০০০.১২৭.৩৭.০০.১৭.১১-৯৬৭ নং স্মারকে জারীকৃত পত্র অনুযায়ী মাসিক সম্মানী এবং জাতীয় অধ্যাপক সিদ্ধান্তমালা-১৯৮১, অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্য হবেন;

২.৪ তিনি স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন সময়ে অন্য কোনো বেতনভুক্ত চাকরি করতে পারবেন না।

৩.০ জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ ফরহাদ হোসেন
উপসচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০১ অগ্রহায়ণ ১৪২৯/১৬ নভেম্বর ২০২২

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭৮.১৭.২১.২০০৫(অংশ-১)-৪২৮—মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর এর অনুমোদনক্রমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ এঁর ধারা ৩৩(১) অনুযায়ী কল্যাণ কুমার মল্লিক, সহযোগী অধ্যাপক, গণিত বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অন্টারনেটিভ-কে উক্ত ইউনিভার্সিটির ট্রেজারার পদে নিম্নোক্ত শর্তে নিয়োগ প্রদান করা হলো :

(ক) ট্রেজারার পদে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ হবে যোগদানের তারিখ হতে ০৪ (চার) বছর। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রয়োজনে যে কোনো সময় এই নিয়োগ আদেশ বাতিল করতে পারবেন;

(খ) তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত বেতনভাতা প্রাপ্য হবেন এবং পদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুবিধা ভোগ করবেন;

(গ) তিনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন।

২.০ জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ ফরহাদ হোসেন
উপসচিব।

শৃঙ্খলা বিষয়ক শাখা

অফিস আদেশ

তারিখ: ০২ কার্তিক ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/১৮ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩৭.০০.০০০০.০৯৫.০২৭.০০৮.২০২২-৫১—যেহেতু, জনাব মোঃ মোহাম্মদ ইমরান খান, প্রভাষক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), শেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ, শেরপুর এর বিরুদ্ধে বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ফরিদপুর এর আদালতে গত ২৭-০৫-২০২১ তারিখে দায়েরকৃত যৌতুক নিরোধ আইনের ০৩ ধারায় সি.আর ৯৮/২০২১ নং মামলা এবং ৩০-০৫-২০২১ তারিখে দণ্ড বিধি ৪৬৭/৬৪৮/৩৪ ধারার অভিযোগে দায়েরকৃত জাল-জালিয়াতির মামলায় ২০-০২-২০২২ তারিখে গ্রেফতার হন;

যেহেতু, জনাব মোঃ মোহাম্মদ ইমরান খান, প্রভাষক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), শেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ, শেরপুর-কে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ৩৯(২) ধারা অনুযায়ী ২০-০২-২০২২ তারিখ থেকে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

২। প্রচলিত নিয়মে তিনি সাময়িকভাবে বরখাস্তকালীন খোরপোষ ভাতা পাবেন।

৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক
সচিব।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১১ কার্তিক ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২৭ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩৮.০০.০০০০.০০৪.০৪.০২৪.২০-৫৬২—যেহেতু, জনাব কিরন চন্দ্র রায়, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল (প্রাক্তন সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) মোতাবেক অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন;

যেহেতু, তার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(গ) অনুযায়ী "চাকরি হতে অপসারণ" গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় একই বিধিমালার ৭(৯) বিধি মোতবেক দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, তার লিখিত জবাব, শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন ও প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(ক) অনুযায়ী "নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

যেহেতু, তিনি একজন ১০ম গ্রেডের কর্মকর্তা। কিন্তু বর্তমানে তিনি ৮ম গ্রেডে অবস্থান করছেন এবং তার বর্তমান মূল বেতন ৩৯,৩৯০/- টাকা।

সেহেতু, জনাব কিরন চন্দ্র রায়, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল (প্রাক্তন সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(ক) মোতাবেক "নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো। তাকে ৮ম গ্রেড থেকে ৯ম গ্রেডে অবনমিতকরণপূর্বক তার বর্তমান মূল বেতন ৩৯,৩৯০/- হতে ৩২,৫৪০/- টাকায় নির্ধারণ করা হলো। বেতন অবনমিতকরণকাল বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনা করা হবে না। উক্ত দণ্ডাদেশ পরবর্তী ০৩ (তিন) বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ আমিনুল ইসলাম খান
সিনিয়র সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
পরিকল্পনা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৪ অক্টোবর ২০২২ খ্রিঃ

নং ৫৯.০০.০০০০.১৫২.১৪.০১২.২০২-২৭৩—স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতায় রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ডিজাইন সার্ভিস (স্থাপত্য স্ট্রাকচারাল, স্যানিটারি এন্ড প্লাম্বিং, ইলেক্ট্রো মেকানিক্যাল, অগ্নি নির্বাপন ইকুইপমেন্ট) সংক্রান্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের জন্য নিম্নরূপভাবে প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি (PEC) গঠন করা হলো:

সভাপতি

(১) উপাচার্য, রাজশাহী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (আরএমইউ)

সদস্যবৃন্দ

(২) কোষাধ্যক্ষ, রাজশাহী মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (আরএমইউ)

(৩) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

(৪) পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), আরএমইউ ও উপ-প্রকল্প পরিচালক, আরএমইউ স্থাপন প্রকল্প

(৫) প্রধান প্রকৌশলী, বুয়েট

(৬) প্রধান প্রকৌশলী, ওয়াসা, রাজশাহী

সদস্য-সচিব

(৭) পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), আরএমইউ ও উপ-প্রকল্প পরিচালক, আরএমইউ স্থাপন প্রকল্প।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

নাদিরা হায়দার
উপসচিব।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৫ (প্রশাসন ও শৃঙ্খলা) শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৯ আশ্বিন ১৪২৯/০৪ অক্টোবর ২০২২

নং ৪১.০০.০০০০.০৪১.২৭.০০৯.১৮.২৯১—যেহেতু, জনাব আব্দুল্লা আল ফিরোজ, সহকারী পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, রাজশাহী এর বিরুদ্ধে পৌরসমাজকর্মী মোসাঃ পারুল আক্তারের যোগসাজশে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা অনুসরণ ব্যতীত কমিটির সদস্যদের স্বাক্ষর জালকরত ভূয়া স্কিম প্রণয়নের মাধ্যমে বহরমপুর মহল্লায় ৫,৮০,০০০ (পাঁচ লক্ষ আশি হাজার) টাকা প্রথম পুনঃবিনিয়োগ দেখিয়ে আত্মসাৎ; ডাশমারী মহল্লায় প্রথম পুনঃবিনিয়োগকৃত ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকার মধ্যে ৩২টি স্কিমের বিপরীতে ২০ জনকে ২,৫০,০০০ (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা প্রদানকরত অবশিষ্ট ২,৫০,০০০ (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ঋণগ্রহীতাদের প্রদান না করে আত্মসাৎ; মথুরডাঙ্গা মহল্লায় পুনবিনিয়োগের লক্ষ্যে ০৫ ডিসেম্বর ২০১৬ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীতে পৌরসমাজকর্মী মোসাঃ পারুল আক্তারের যোগসাজসে কমিটির তিনজন সদস্যের স্বাক্ষর জালকরত কার্যবিবরণীর শেষে সভাপতি হিসেবে উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, রাজশাহী এর স্বাক্ষর না নিয়ে নিজেই স্বাক্ষরকরত ১৫টি স্কিমের বিপরীতে ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) টাকা পুনঃবিনিয়োগের মাধ্যমে সরকারি বিধি-বিধান লংঘন; পৌরসমাজকর্মী মোসাঃ পারুল আক্তারের সহায়তায় শহর সমাজসেবা ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটির ১৩ এপ্রিল ২০১৬, ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ও তারিখবিহীন একটি সভায় কমিটির তিনজন সদস্যের স্বাক্ষর জালকরণ; সরকারি ক্রয় পদ্ধতি অনুসরণ ব্যতীত তিন ধাপে প্রকল্প সমন্বয় পরিষদের মাধ্যমে একটি ল্যাপটপ, ১০টি ডেস্কটপ কম্পিউটার এবং একটি প্রজেক্টর ক্রয়; বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ২,২৫,০০০ টাকা স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কম্পিউটার ক্রয়ে বিধি-বিধান অনুসরণ না করার অভিযোগ আনয়ন করা হয়;

যেহেতু, প্রাথমিক তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁর (জনাব আব্দুল্লা আল ফিরোজ) বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও (ঘ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি পরায়ণ" এর অভিযোগে ০৫/২০২০ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজুকরত জবাব দাখিলের জন্য অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়;

যেহেতু, অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর লিখিত জবাব দাখিলকরত তিনি ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করেন। ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ শেষে তাঁর বক্তব্য সন্তোষজনক না হওয়ায় অভিযোগের বিষয়ে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) বিধি অনুযায়ী তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন মোতাবেক জনাব আব্দুল্লা আল ফিরোজ এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও (ঘ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি পরায়ণ" অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়;

সেহেতু, জনাব আব্দুল্লা আল ফিরোজ, সহকারী পরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, রাজশাহী-কে তাঁর বিরুদ্ধে আনিত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও (ঘ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি পরায়ণ" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(২)(খ) বিধি মোতাবেক "দুই বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত" রাখার লঘুদণ্ড প্রদানকরত ০৫/২০২০ নম্বর বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ অধিশাখা-২
বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ : ১১ কার্তিক ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২৭ অক্টোবর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০১৩.১৫ (অংশ-১).৩২৪—The Survey Act, 1875 (১৮৭৫ সনের ৫ম আইন) এর ৩ ধারা এবং (The State Acqusition and Tenaney Act, 1950 (১৯৫১ সনের ২৮ নম্বর আইন) এর ১৪৪ ধারার ১ নম্বর উপ-ধারায় বর্ণিত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক চাঁদপুর জেলার চাঁদপুর সদর উপজেলার ০৫ (পাঁচ)টি মৌজার ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ আরম্ভ করার প্রশাসনিক অনুমোদন জ্ঞাপন করা হল :

ক্রম	মৌজার নাম	জে,এল নম্বর	উপজেলা	জেলা
১.	কাউনিয়া	১৩২	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর
২.	সাপলেজা	১৩৩	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর
৩.	ইন্দুলী	১৩৫	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর
৪.	হিন্দুলী	১৪০	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর
৫.	চালিতাতলী	২০৪	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর

তারিখ: ২২ কার্তিক ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/০৭ অক্টোবর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০০৬.১১(অংশ-১).৩৪০—The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules 1955 এর 34 (2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে, এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১.	জাগুয়া	৫৪	১৮০২	বরিশাল সদর	বরিশাল
২.	জামিরবাড়ী	৯	২৭৮	উজিরপুর	বরিশাল
৩.	বামরাইল	৭৬	৪০৭	উজিরপুর	বরিশাল
৪.	নয়াবাড়ী	১০৮	৫৪২	উজিরপুর	বরিশাল
৫.	চর লক্ষ্মী	১৪	২২২৩	লালমোহন	ভোলা
৬.	বালুর চর	১৫	৩৭৫৬	লালমোহন	ভোলা
৭.	মূলাইপত্তন	৫৬	৩২১১	বোরহানউদ্দিন	ভোলা
৮.	উমরপুর	৫	১৭৮৩	চরফ্যাশন	ভোলা
৯.	দক্ষিণ চরফ্যাশন	৮	২১৭৪	চরফ্যাশন	ভোলা
১০.	বড় কৈবর্ত্তখালী	৩২	২২৫০	রাজাপুর	ঝালকাঠী
১১.	কানুদাস কাটী	৩৯	৩৪৯৫	রাজাপুর	ঝালকাঠী
১২.	বরুইয়া	৭২	১৯৪০	রাজাপুর	ঝালকাঠী
১৩.	মাছিমপুর	৬৫	১৪২৭	পিরোজপুর সদর	পিরোজপুর
১৪.	মুগারঝোর	১০	১৪১১	নাজিরপুর	পিরোজপুর
১৫.	সাচিয়া	১৫	৯৯৪	নাজিরপুর	পিরোজপুর
১৬.	পূর্ব্ব পশুরিবুনিয়া	১৭	২৯৮৭	ভান্ডারিয়া	পিরোজপুর

তারিখ: ৩০ কার্তিক ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/১৫ নভেম্বরন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.১৬৩.১০(অংশ-১).৩৪৫—The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules 1955 এর 34 (2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে, এল নং	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
১.	ফতেপুর	১০২	১৮১০	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল	
২.	আনুহলা	১০৮	৭৪২	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল	
৩.	চৌবাড়িয়া	১১০	১১৬৫	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল	
৪.	আকুর টাকুর	২১১	১৪২৬	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল	
৫.	টেংরী	১৯০	১৩৬৫	মধুপুর	টাঙ্গাইল	
৬.	জটাবাড়ী	১৮০	১৪৬৭	মধুপুর	টাঙ্গাইল	
৭.	পচিশা	১৯৪	৫৬৯	মধুপুর	টাঙ্গাইল	
৮.	গাছাবাড়ী	১৭৬	৪৪৭	মধুপুর	টাঙ্গাইল	
৯.	বিঞ্চাইপাল	১২৮	৫০৫	মধুপুর	টাঙ্গাইল	
১০.	মালাউরি	১৯২	৯৫২	মধুপুর	টাঙ্গাইল	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ৩৫৪০/২২ নম্বর রীট থাকায় রীট সংশ্লিষ্ট ৪৯৬ নম্বর খতিয়ান ব্যতীত।
১১.	ভোলার পাড়া	৯৮	১৪০১	গোপালপুর	টাঙ্গাইল	
১২.	নন্দনপুর	১০৮	৬০৮	গোপালপুর	টাঙ্গাইল	
১৩.	মৃজাপুর	১১৬	৫৫২৮	গোপালপুর	টাঙ্গাইল	
১৪.	মহেলা	১০১	১১৫৮	কালিহাতী	টাঙ্গাইল	

ক্রম	মৌজার নাম	জে, এল নং	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
১৫.	ছয়আনি বকসিয়া	৯৭	১৬২৫	ঘাটাইল	টাঙ্গাইল	
১৬.	ছামনা	২০৩	১৩০৪	ঘাটাইল	টাঙ্গাইল	
১৭.	কাকড়াজান	০৬	১৮৮০	সখিপুর	টাঙ্গাইল	
১৮.	তক্তারচালা	৫৮	২১৯৭	সখিপুর	টাঙ্গাইল	
১৯.	কালিয়াপাড়া ঘোনারচালা	২৩	২৯৪০	সখিপুর	টাঙ্গাইল	

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.১৫৭.১০(অংশ-২).৩৪৬—The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (Act. XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules 1955 এর 34 (2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে, এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১.	গন্ধর্বপুর	২৩	৪৩৫	পীরগঞ্জ	রংপুর
২.	প্রজাপাড়া	১৮১	৭৯৮	পীরগঞ্জ	রংপুর
৩.	কাজিরহাট	৪৫	২০৮৭	জলঢাকা	নিলফামারী
৪.	নাউতারা	৪০	৩১১৫	ডিমলা	নিলফামারী
৫.	হরিশ্বর তালুক	১৮	১৭৩২	রাজারহাট	গাইবান্ধা
৬.	খোলাহাটী	১০	৩১৪৮	গাইবান্ধা সদর	গাইবান্ধা
৭.	চকদাতেয়া	১	২৩৪৬	সাঘাটা	গাইবান্ধা
৮.	বোয়ালিয়া	৭৯	১১১১	সুন্দরগঞ্জ	গাইবান্ধা
৯.	কাষদহ	৮৫	৬৩৪	সুন্দরগঞ্জ	গাইবান্ধা
১০.	সাতআনা বালুয়া	১৫৯	৯৪৯	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা
১১.	রামপুরা	২০২	২১২৫	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা
১২.	ক্রোড়গাছা	২০৪	১৪১১	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা
১৩.	মাগুরা কেশবপুর	২৫২	৪৯১	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা
১৪.	সোনাতলা সাকোল	২৯৫	৬০০	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা
১৫.	পনতাইর	৩০৭	৩৯৬০	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা
১৬.	উজিরেরপাড়া	৩৩৬	৭৩৯	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০৪৯.১৯.৩৪৭—The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (Act. XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules 1955 এর 34 (2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে. এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
১.	দক্ষিণ চর সাহাভিকারী	৯০	৩১৫৮	সোনাগাজী	ফেনী	মহামান্য হাইকোর্টে ২৩৩০/২০১৩ নম্বর রীট থাকায় রীট সংশ্লিষ্ট ৩০৪, ৭৮০, ৩০০৯ ও ৩০১০ নম্বর খতিয়ান ব্যতীত।

তারিখ ০১ অগ্রহায়ণ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/১৬ অক্টোবর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০৬১.১৯.৩৪৯—The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (Act. XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules 1955 এর 34 (2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে, এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১.	পশ্চিম চর বাঘরি	৪৮	৫০৫	রাজপুর	ঝালকাঠী
২.	চর রাজাপুর	৫৮	৪৬২	রাজপুর	ঝালকাঠী
৩.	উত্তমপুর	৬৭	২২৬৪	রাজপুর	ঝালকাঠী

ক্রম	মৌজার নাম	জে, এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
৪.	পালট	৭১	১২৭০	রাজপুর	ঝালকাঠী
৫.	দেল দুয়ার	৩৮	৪৬৫	নলছিটি	ঝালকাঠী
৬.	জগন্নাথপুর	৪০	২২১	নলছিটি	ঝালকাঠী
৭.	বিন্দু ঘোষ	৫০	৩৩১	নলছিটি	ঝালকাঠী
৮.	আজিমপুর	৬১	১৬৭	নলছিটি	ঝালকাঠী
৯.	সৈয়র	৯৫	৬৫৯	নলছিটি	ঝালকাঠী
১০.	রাজনগর	১০৮	৩৯৯	নলছিটি	ঝালকাঠী
১১.	ফুলহরি	১১১	২৫০	নলছিটি	ঝালকাঠী
১২.	ভাটীয়া	১১৮	২৪০	নলছিটি	ঝালকাঠী
১৩.	তুষখালী	৪	১৪৩৫	মঠবাড়ীয়া	পিরোজপুর
১৪.	চিত্রা	৮	১১০২	মঠবাড়ীয়া	পিরোজপুর
১৫.	নিজামিয়া ঘোপখালী	৪২	৩৮৪২	মঠবাড়ীয়া	পিরোজপুর
১৬.	খেতাচিরা	৫১	১১৯০	মঠবাড়ীয়া	পিরোজপুর
১৭.	পাকুরিয়া	১৩	১৪৪৬	নাজিরপুর	পিরোজপুর
১৮.	দীঘিয়া	৩৬	২৭৯৯	নাজিরপুর	পিরোজপুর
১৯.	সাতকাছিমা	৪৩	২১১৫	নাজিরপুর	পিরোজপুর
২০.	বাকসী	৫৫	১৫৮৬	নাজিরপুর	পিরোজপুর
২১.	ডুমুরিয়া	৬০	৭২০	নাজিরপুর	পিরোজপুর
২২.	শিয়ালকাটী	৩	২২৪৭	ভান্ডারিয়া	পিরোজপুর
২৩.	কাশীপুর চহুতপুর	৩১	১৭২০	বরিশাল সদর	বরিশাল
২৪.	কাউয়ার চর	৬২	২০৫২	বরিশাল সদর	বরিশাল
২৫.	চরমোনাই	৭০	১৭৩৫	বরিশাল সদর	বরিশাল
২৬.	হোসনাবাদ	১১৬	৩১২৬	গৌরনদী	বরিশাল
২৭.	জসার	২৮	১০৩৭	আগৈলঝাড়া	বরিশাল
২৮.	পূর্ব্ব সুজনকাটী	৪২	১০৬৯	আগৈলঝাড়া	বরিশাল
২৯.	কালুপাড়া	৪৩	৩৩৯	আগৈলঝাড়া	বরিশাল
৩০.	জোবারপাড়	৫৪	২১৩৩	আগৈলঝাড়া	বরিশাল
৩১.	আম্বলা	৫৬	১৬৪৩	আগৈলঝাড়া	বরিশাল
৩২.	কালীরবাড়ী	৬০	২২৫৭	আগৈলঝাড়া	বরিশাল
৩৩.	বারপাইকা	৬২	২৫৭৫	আগৈলঝাড়া	বরিশাল
৩৪.	টেমার	৬৯	২৪৪	আগৈলঝাড়া	বরিশাল
৩৫.	বেলুহার	৭৪	৫৫৬	আগৈলঝাড়া	বরিশাল
৩৬.	মুলপাইন	৬৬	৪৬৫	উজিরপুর	বরিশাল
৩৭.	পশ্চিম সানুহার	৭১	৩১০	উজিরপুর	বরিশাল
৩৮.	উত্তর মোড়াকাটী	৭৪	৯৮১	উজিরপুর	বরিশাল
৩৯.	তেরদ্রোণ	১০৪	৬৩৬	উজিরপুর	বরিশাল
৪০.	দোসতীনা	১১৫	৭৬৮	উজিরপুর	বরিশাল
৪১.	লেজ ছখিনা	১১	১৭৩৬	লালমোহন	ভোলা
৪২.	রমাগঞ্জ	২৯	২৮৫২	লালমোহন	ভোলা
৪৩.	তারাগঞ্জ	৩১	২৪৮৫	লালমোহন	ভোলা
৪৪.	ভেদুরিয়া	৩৫	১০২২	লালমোহন	ভোলা
৪৫.	দেউলা শিবপুর	৩৫	২৪০৩	বোরহানউদ্দিন	ভোলা
৪৬.	চক্ ঢোষ	৫৯	৩৩৫১	বোরহানউদ্দিন	ভোলা

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০৭১.১৯.৩৫০—The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (Act. XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম. নং	মৌজার নাম	জে, এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১.	বরম সিদ্ধিপুর	১১	৩৩১	কোম্পানীগঞ্জ	সিলেট
২.	উত্তর কুনা	০৩	৪৬৬	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ
৩.	রিচি	১৩	২৯৬২	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ
৪.	নলডুব	২৩	৩৪৭	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ
৫.	বাগুলাখাল	৬৯	১৯১৪	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ
৬.	ভাটপাড়া	৭৫	৩৭০	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ
৭.	শরিপপুর	৮৭	৪৩০	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ
৮.	চারিনাঁও	৮৮	৬২৩	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ
৯.	মেড়াশাণী	৯৯	৪৪৫	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ
১০.	বাগমারা রাজাপুর	১১৭	৭১৮	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ
১১.	রফিয়াবাদ	১২৩	১২০৫	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ
১২.	লাদিয়ারচর	১৩৮	৭৪৩	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ
১৩.	নিশাপট	১৪০	১১১৫	হবিগঞ্জ সদর	হবিগঞ্জ
১৪.	বরমপুর	১০	১৭১	চুনারঘাট	হবিগঞ্জ
১৫.	শাহজালালপুর	২১	৬৯৪	চুনারঘাট	হবিগঞ্জ
১৬.	কালিকাপুর	৯৯	২২০	চুনারঘাট	হবিগঞ্জ
১৭.	লাদিয়া	১৪৮	২১৭	চুনারঘাট	হবিগঞ্জ
১৮.	জগতপুর	০৪	৩৪৬	কুলাউড়া	মৌলভীবাজার
১৯.	রাধানগর	০৭	১৮৬	কুলাউড়া	মৌলভীবাজার
২০.	নবাবগঞ্জ	২২	৩৫০১	কুলাউড়া	মৌলভীবাজার
২১.	রঙ্গিরকুল	৩৩	৭৭০	কুলাউড়া	মৌলভীবাজার
২২.	নবীনগর	৪২	১৮৮৭	কুলাউড়া	মৌলভীবাজার
২৩.	উত্তর কৌলা	৪৭	১৮৭৯	কুলাউড়া	মৌলভীবাজার
২৪.	নর্তন	৫৬	১৪৭৪	কুলাউড়া	মৌলভীবাজার
২৫.	অহিয়াশংকর	৫৯	২৫৫৮	কুলাউড়া	মৌলভীবাজার
২৬.	বারইগাও	৮২	৮১৭	কুলাউড়া	মৌলভীবাজার
২৭.	বিজলী	৮৫	১৬৮৮	কুলাউড়া	মৌলভীবাজার
২৮.	ইউসুফ সদর	৮৭	২২৯৩	কুলাউড়া	মৌলভীবাজার
২৯.	রনচাপ	৮৮	৭২৫	কুলাউড়া	মৌলভীবাজার
৩০.	পাবই	৯৪	১৪৬৮	কুলাউড়া	মৌলভীবাজার
৩১.	কেওলাকান্দি	৯৮	৯৫০	কুলাউড়া	মৌলভীবাজার
৩২.	দত্তগ্রাম	১১১	১০৯৮	কুলাউড়া	মৌলভীবাজার
৩৩.	রাজনগর	১১৬	৩৩০৩	কুলাউড়া	মৌলভীবাজার
৩৪.	জাঙ্গিরাই	২১	২৭১০	জুড়ী	মৌলভীবাজার
৩৫.	সদরপুর	৩৬	৩১২	সুনামগঞ্জ সদর	সুনামগঞ্জ
৩৬.	বক্তারপুর	১১	৮৪৪	দোয়ারাবাজার	সুনামগঞ্জ
৩৭.	কিরনপাড়া	২৬	১৭৬	দোয়ারাবাজার	সুনামগঞ্জ
৩৮.	পাইলছড়া	৪৩	১৮৭	দোয়ারাবাজার	সুনামগঞ্জ
৩৯.	চংবির	৫৩	২৬০	দোয়ারাবাজার	সুনামগঞ্জ
৪০.	লাস্তাবুরগাঁও	৫৯	১০৫	দোয়ারাবাজার	সুনামগঞ্জ

ক্রম. নং	মৌজার নাম	জে, এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
৪১.	সালিহা	৬০	২৯৮	দোয়ারাবাজার	সুনামগঞ্জ
৪২.	সালিহানামা	৬১	১০১	দোয়ারাবাজার	সুনামগঞ্জ
৪৩.	দলইরগাঁও	৬৩	২৪৫	দোয়ারাবাজার	সুনামগঞ্জ
৪৪.	সুবল	১০৯	৬৯০	দোয়ারাবাজার	সুনামগঞ্জ
৪৫.	পশ্চিম জীবনপুর	১২৮	১০০	দোয়ারাবাজার	সুনামগঞ্জ
৪৬.	বাদে গোরেশপুর	১৫৫	১৯০	দোয়ারাবাজার	সুনামগঞ্জ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০১১.২১.৩৫১—The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (Act. XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules 1955 এর 34 (2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যায় যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম. নং	মৌজার নাম	জে, এল, নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১.	কোঁচকুড়ি	৮৮	৩৬১	আদমদিঘী	বগুড়া
২.	চকবোচাই	৭৭	৫৫৯	গাবতলী	বগুড়া
৩.	বিশা	১৪০	৮৬৮	কাহালু	বগুড়া

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০৪০.১২(অংশ-১).৩৫২—The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (Act. XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34 (2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম. নং	মৌজার নাম	জে, এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১.	খলসী	৪২	১২০৫	ডুমুরিয়া	খুলনা
২.	ঘোষাল	৬৩	৪২০	পাইকগাছা	খুলনা
৩.	বড়দল	৭৯	২৫০৩	আশাশুনি	সাতক্ষীরা
৪.	রঘুনাথপুর	২৩৯	২৫০৫	কালিগঞ্জ	সাতক্ষীরা
৫.	হাতবাস	১১৪	৫৩৩	তালা	সাতক্ষীরা

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
এম এম আরিফ পাশা
যুগ্মসচিব (জরিপ)।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল (বিইপিআরসি)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ০৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৯/২৩ নভেম্বর ২০২২

নং ২৭. ০৩.০০০০.০০১.০৯.০০১.১৭.৩৮৪—বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিল আইন ২০১৫ এর ধারা ৭(১) ১০(২) অনুযায়ী আগামী ০৩(তিন) বছরের জন্য "গভর্নিং বডি" নির্দেশক্রমে গঠন করা হলো:

চেয়ারম্যান

(ক) চেয়ারম্যান (সচিব), বিইপিআরসি

সদস্যবৃন্দ

(খ) সদস্য, বিইপিআরসি (৪জন)

(গ) যুগ্মসচিব/অতিঃ সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ

(ঘ) যুগ্মসচিব/অতিঃ সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

(ঙ) জনাব দিদার ইসলাম, পরিচালক, সোলারিক, রোড-৭, বাড়ী-৯, বারিধারা ডিপ্লোমেটিক এরিয়া, ঢাকা (সরকার মনোনীত)

(চ) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইমামুল হাসান ভূঁঞা, অধ্যাপক, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা (সরকার মনোনীত)

(ছ) সরকার কর্তৃক মনোনীত-১(এক) জন বিশেষজ্ঞ

সদস্য-সচিব

(জ) কাউন্সিলের সচিব, বিইপিআরসি

২। অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম
সচিব (উপ সচিব)।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
পর্যটন-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ২২ কার্তিক ১৪২৯/০৭ নভেম্বর ২০২২

নং ৩০.০০.০০০০.০১৫.০৬.০০৬.১৮.৩০৬—কক্সবাজারস্থ সকল সমুদ্র সৈকতের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং কক্সবাজারের পর্যটন উন্নয়ন ও সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি সমন্বয়ের নিমিত্ত প্রজ্ঞাপন নং ৩০.০১৫.০১৬.০০.০০.০০৭.২০০৯-৭৫৯, তারিখ ০৪-০৯-২০১৪ মূলে গঠিত "কক্সবাজার বীচ ম্যানেজমেন্ট কমিটি" নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করা হলো :

সভাপতি

১। জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার

সদস্যবৃন্দ

২। পুলিশ সুপার, কক্সবাজার

৩। সিভিল সার্জন, কক্সবাজার

৪। পুলিশ সুপার, ট্যুরিস্ট পুলিশ, কক্সবাজার

৫। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, কক্সবাজার

৬। সচিব, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

৭। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)

৮। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, কক্সবাজার পৌরসভা

৯। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (বীচ সংলগ্ন উপজেলা)

১০। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, কক্সবাজার

১১। নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, কক্সবাজার।

১২। নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার।

১৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কক্সবাজার

১৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, কক্সবাজার

১৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কক্সবাজার।

১৬। উপপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর কক্সবাজার

১৭। এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় ০২ (দুই) জন বিশিষ্ট ব্যক্তি।

১৮। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ/পর্যটন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ/সাংবাদিক (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) ০৫ (পাঁচ) জন।

সদস্য-সচিব

১৯। ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের প্রতিনিধি

কমিটির কার্যপরিধি :

১। প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী জেলার সকল সমুদ্র সৈকতের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বিধান।

২। পর্যটকদের জন্য বিভিন্ন সুবিধাদির ব্যবস্থাসহ সৈকতের সার্বিক উন্নয়ন, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা।

৩। সৈকত, হোটেল/মোটেল ও অন্যান্য পর্যটন এলাকায় পর্যটন সহযোগী উন্নয়নের ব্যবস্থা করা।

৪। বিদেশী পর্যটকদের জন্য সৈকতে এক্সক্লুসিভ জোন নির্ধারণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।

৫। জেলার সকল সমুদ্র সৈকতের উন্নয়ন ও জেলার অন্যান্য এলাকার পর্যটন উন্নয়নের বিষয়ে কমিটি সরকারের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করবে।

৬। কমিটি প্রতিমাসে একবার সভায় মিলিত হবে এবং প্রয়োজনে প্রতিমাসে (পর্যটন মৌসুমে) একাধিকবার সভায় মিলিত হবে।

৭। কমিটি প্রয়োজন ও বাস্তবতার নিরিখে সৈকত ব্যবস্থাপনার স্বার্থে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল সম্পূর্ণ সাময়িকভাবে দৈনন্দিন হাজিরার ভিত্তিতে নিয়োগ দিতে পারবে।

৮। এ মন্ত্রণালয় কমিটির কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করবে এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত সচিব (পর্যটন) সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবেন।

৯। কমিটি প্রতিটি সভা শেষ হওয়ার ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

১০। সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী এ কমিটি পুনর্গঠন করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সনজীদা শরমিন
উপসচিব (রুটিন দায়িত্ব)।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ২৫ কার্তিক ১৪২৯/১০ নভেম্বর ২০২২

নং ২৩.০০.০০০০.১৮০.২৭.১৭২.২২.৪২৩—বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিএ-৬১৩৭ মেজর মোহাম্মদ আহসান উল্লাহ, পিএসসি, আর্টিলারি-কে আর্মি অ্যাক্ট সেকশন-১৬, আর্মি অ্যাক্ট রুলস ৯(এ) এবং আর্মি রেগুলেশন্স (রুলস্) ৭৮(সি), ২৫৩(এ) ও ২৬১ অনুযায়ী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হলো :

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মাহবুবুর রশীদ
উপসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
শৃঙ্খলা ২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ১৪ কার্তিক ১৪২৯/৩০ অক্টোবর ২০২২

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৬৫.২০২২.৩৯৬—যেহেতু, আপনি জি.এম শাহনেওয়াজ (বিপি-৬৮৯৩০০৯২১৫), অফিসার ইনচার্জ হিসেবে বামনা থানা, বরগুনা জেলায় কর্মকালে অভিযোগকারীনি

মোসাঃ রুবিনা ইসলামকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে একাধিকবার ধর্ষণ করেন, টাকা ধার না দিলে অভিযোগকারীনির স্বামীকে বলে দেয়ার হুমকি ও অভিযোগকারীর ছবি কম্পিউটারের মাধ্যমে কেটে ইন্টারনেটে ছেড়ে দেওয়ার হুমকি দেন। এছাড়াও অভিযোগকারীনির ভয়েজ রেকর্ডিং পর্যালোচনায় জানা যায়, তার সাথে অভিযুক্ত কর্মকর্তার প্রেমের সম্পর্কসহ উপরোক্ত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩(খ) মোতাবেক "বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান" গুরুদণ্ড প্রদান করা হয়। উক্ত বিভাগীয় মামলায় প্রদত্ত দণ্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি এ বিভাগে আপিল আবেদন করেন;

২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী গত ২৭-১০-২০২২ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন;

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানি কালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে প্রদত্ত দণ্ড যথার্থ হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায়; এবং

৪। সেহেতু, পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) জি.এম শাহনেওয়াজ (বিপি-৬৮৯৩০০৯২১৫), সাময়িক বরখাস্ত এবং রেঞ্জ ডিআইজি অফিসে সংযুক্ত-কে অপরাধের গুরুত্ব এবং সার্বিক বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩(খ) মোতাবেক 'গুরুদণ্ড' হিসেবে "বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান" এর প্রদত্ত দণ্ড বহাল রাখা হলো :

৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ আখতার হোসেন
সিনিয়র সচিব।

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ ১৪ কার্তিক ১৪২৯/৩০ অক্টোবর ২০২২

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৩৪.২০২১.৩৯৮—যেহেতু, জনাব মুশফিকুর রহমান তুষার (বিপি-৯০১৮২২০৪৮৪), সহকারী পুলিশ সুপার, এ্যাডজুটেন্ট ও অপস্ অফিসার, র‍্যাব-১, উত্তরা, ঢাকা হিসেবে কর্মরত থাকাকালে তার ফেসবুক আইডি হতে "পরিকল্পনার প্রকট অভাব। স্বপ্নের মেট্রোরেল প্রকল্পের ভবিষ্যতও অনেকটা এমন। উত্তরা দিয়াবাড়ি এলাকায় মেট্রোরেলের সুচনা স্টেশন যেখানে, সেখানে যাতায়াতের কোনও সুন্দর ব্যবস্থা এখনও নেই" "হাতের ধাক্কায় ভেঙ্গে পড়েছে প্রধানমন্ত্রীর দেয়া উপহারের ঘর" এবং "মনোয়ার হোসেন বলেন, তিনি ও অধ্যাপক শিপলি দীর্ঘ চার মাস বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোয় যোগাযোগ করেছেন। কিন্তু কেউ দায়িত্ব নেয়নি। খিচুড়ি রান্না শিখতে বিদেশ যাবার চেয়ে এই কাজেই মনোযোগ দেয়া উচিত ছিল এদের" মন্তব্যসহ তিনি খবরটি তার ফেসবুক আইডি হতে শেয়ার করার অভিযোগ উত্থাপিত হয়। তার এহেন অকর্মকর্তাসুলভ আচরণ অসদাচরণের শামিল। প্রাথমিক অনুসন্ধানে আনীত অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়। অভিযোগের বিষয়ে তাকে কৈফিয়ত তলব করা হয়। কৈফিয়তের জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অপরাধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। উক্ত বিভাগীয় মামলায় এ বিভাগের গত ২৫-০১-২০২২ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৩৪.২০২১-৪৪ নং স্মারকমুলে তাকে কারণ দর্শানো হয়। তদপ্রেক্ষিতে তিনি গত ০৩-০২-২০২২ তারিখে উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানি অনুরোধ করেন। তার অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ২২-০৫-২০২২ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়;

২। যেহেতু, গত ০৪-০৭-২০২২ তারিখে ২২৬ স্মারকে তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের নিমিত্ত জনাব ইশতিয়াক আহমেদ, পিপিএম (বিপি-৮৫১৪১৬৬৩০৯), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সিটি সাইবার ক্রাইম ইনভেষ্টিগেশন), ডিএমপি, ঢাকা'কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা গত ২২-০৯-২০২২ তার দাখিলকৃত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলাটি তদন্তকালে গৃহীত সাক্ষীদের জবানবন্দি, অনলাইন তদন্ত, দালিলিক সাক্ষ্য ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, অভিযুক্ত জনাব মুশফিকুর রহমান তুষার অনলাইন নিউজ পোর্টাল, ইউটিউব চ্যানেলে প্রচারিত সংবাদ তার ফেসবুক আইডি Mushfiqur Rahman Tushar (Prince Rahsut Rahman) এ শেয়ার করে তাতে যে সকল মন্তব্য লিখেছেন যা তদন্তে ও প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণে প্রমাণিত হয়েছে; এবং

৩। সেহেতু, জনাব মুশফিকুর রহমান তুষার (বিপি-৯০১৮২২০৪৮৪), সহকারী পুলিশ সুপার, এ্যাডজুটেন্ট ও অপস্ অফিসার, র‍্যাব-১, উত্তরা, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, আত্মপক্ষ সমর্থনে তার লিখিত জবাবসমূহ, ব্যক্তিগত শুনানীতে উভয়পক্ষের বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযোগ সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে এবং অভিযোগের প্রকৃতি ও মাত্রা বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী আনীত "অসদারচরণ (Misconduct) " এর প্রমাণিত অভিযোগে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২(খ) অনুসারে তাকে ০১ (এক) বছরের জন্য তার ০১ (এক)টি "বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত" রাখার লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। তিনি ভবিষ্যতে উক্ত মেয়াদের কোন বকেয়া প্রাপ্য হবেন না।

৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৫৬.২০২২-৩৮৭—যেহেতু, জনাব আবু সালেহ মোঃ মোফাজ্জেল হক (বিপি-৭৩০৫১০৪৭০২), সহকারী পুলিশ সুপার, বর্তমানে সাময়িক বরখাস্তকৃত এবং পলিশ অধিদপ্তরে সংযুক্ত ইতোপূর্বে সহকারী পুলিশ কমিশনার, সিএমপি, চট্টগ্রাম হিসেবে কর্মকালে গত ০৯-০২-২০০৮ তারিখ রাত আনুমানিক ১.৩০/২.০০ টায় জনৈক হাজী ফারুক আহমেদ চৌধুরী এর বাসায় ডিবি পুলিশ পরিচয়ে ০২ জন ফোর্সসহ জোরপূর্বক প্রবেশ করে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে নগদ ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং আনুমানিক ২০/২৫ ভরি স্বর্ণের গয়না ছিনিয়ে নেয়ার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি" এর অভিযোগে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। উক্ত অপরাধে এ বিভাগের গত ১২-০৫-২০০৮ তারিখের স্বঃমঃ(পুঃ১)/ব্যক্তিগত/১/২০০৮-৪৮৩ নম্বর স্মারকমূলে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২৯-০৫-২০০৮ তারিখ চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার হতে কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন এবং ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বিভাগীয় মামলা স্থগিত করার অনুরোধ জানান। তদপ্রেক্ষিতে এ বিভাগ হতে বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। পরবর্তীতে তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ফৌজদারী মামলাটি নিষ্পত্তি হওয়ায় বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম চালু করে গত ১৫-০৫-২০১৮ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার কারণ দর্শানোর জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে পক্ষগণের প্রদত্ত বক্তব্য এবং প্রাসঙ্গিক সকল তথ্যাদি বিবেচনা করে অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের সম্ভাবনা থাকায় আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রদানের জন্য জনাব হাসান মোঃ শওকত আলী (বিপি-৭১৯৯০২০৮৬১) উপ-পুলিশ কমিশনার, সিএমপি, চট্টগ্রাম কে গত ১৬-০৯-২০১৯ তারিখ উক্ত বিভাগীয় মামলার তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

৩। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা ২১-০৯-২০২০ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। উল্লেখ্য যে, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ২৮ এর উপবিধি ২(ক) এবং ২(খ) অনুযায়ী যেহেতু The Goverment servants (Discipline and Appeal) Rules, 1985 রহিত করা হয়েছে এবং কৃত কার্যক্রম বা গৃহীত যে কোনো ব্যবস্থা একই বিধিমালার অধীন পরিচালিত হবে। সেহেতু তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব আবু সালেহ মোঃ মোফাজ্জল হক (বিপি-৭৩০৫১০৪৭০২), সহকারী পুলিশ সুপার এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মন্তব্য করা হয়। সার্বিক পর্যালোচনায় অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ৩(গ) মোতাবেক "চাকরি হইতে অপসারণ" দণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক তাকে ২য় কারণ দর্শানো হয়। তদপ্রেক্ষিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২য় কারণ দর্শানো জবাব প্রদান করেন;

৪। যেহেতু, দাখিলকৃত জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন, প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় ও অপরাধের গুরুত্ব ইত্যাদি সার্বিক বিবেচরনায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি" এর প্রমাণিত অভিযোগে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপ-বিধি ৩(গ) মোতাবেক "চাকরি হইতে অপসারণ" এর গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(১০) বিধি এবং বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পরামর্শকরণ) রেগুলেশনস, ১৯৭৯ এর ৬নং রেগুলেশন মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হয়। তদপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ৩(গ) অনুযায়ী "চাকরি হইতে অপসারণ" দণ্ড প্রদান করার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করে;

৫। যেহেতু, জনাব আবু সালেহ মোঃ মোফাজ্জল হক (বিপি-৭৩০৫১০৪৭০২), সহকারী পুলিশ সুপার, সাময়িক বরখাস্তকৃত এবং পুলিশ অধিদপ্তরে সংযুক্ত এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি" এর প্রমাণিত অভিযোগে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপ-বিধি ৩(গ) অনুযায়ী "চাকরি হইতে অপসারণ" গুরুদণ্ড প্রদানের প্রস্তাবের বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন; এবং

৬। সেহেতু, জনাব আবু সালেহ মোঃ মোফাজ্জল হক (বিপি-৭৩০৫১০৪৭০২), সহকারী পুলিশ সুপার, সাময়িক বরখাস্তকৃত এবং পুলিশ অধিদপ্তরে সংযুক্ত এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি" এর প্রমাণিত অভিযোগে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপ-বিধি ৩(গ) অনুযায়ী "চাকরি হইতে অপসারণ" গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো:

৭। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আখতার হোসেন
সিনিয়র সচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রাণিসম্পদ-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০৯ কার্তিক ১৪২৯/২৫ অক্টোবর ২০২২

নং ৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭.০০৬.২১.৩৫৬—যেহেতু, ডাঃ মোঃ তাজুল ইসলাম (গ্রেডেশন নং-১৪৬৪), উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, পীরগঞ্জ, রংপুর-এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ সংক্রান্তে ২২-০৬-২০২১ তারিখে একটি সংবাদের প্রেক্ষিতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা কর্তৃক প্রাথমিক তদন্ত করা হয়; তিনি "সমতল ভূমিতে বসবাসরত অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক ও জীবন মনোন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প" এর অনুদান বিতরণ সংক্রান্ত নির্ধারিত উপজেলা কমিটির অনুমোদন ব্যতিরেকে সুফলভোগী নির্বাচন করে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করেছেন এবং আগষ্টিন মিঞ্জী নামক ব্যক্তিকে প্রকল্পের সুফলভোগীর তালিকায় রেখে অনৈতিক সুবিধা গ্রহণ করেছেন; তিনি উক্ত প্রকল্পের সুফলভোগীদের মাঝে অনুদান বিতরণের পর তা উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার নেতৃত্বে গঠিত তদারকি কমিটির মাধ্যমে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার নিয়ম নীতি অনুসরণ করেননি। অনুদান বিতরণ সংক্রান্ত নির্ধারিত কমিটির উপদেষ্টা, সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান এবং সদস্য, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান তদন্তের পূর্ব পর্যন্ত এ ব্যাপারে কিছুই অবগত ছিলেন না। গঠিত তদারকি কমিটির কোনো চিঠি অথবা এ সংক্রান্ত উপজেলা কমিটির সভার কোনো কার্যবিবরণীও তিনি তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করতে পারেননি; উক্ত প্রকল্পের প্রাপ্ত বাজেট হতে স্থানীয় পর্যায়ে টেন্ডারের মাধ্যমে সুফলভোগীদের জন্য অস্থায়ী ঘর নির্মাণের উপকরণ সরবরাহ, ঘাসের প্রদর্শনী প্লট ও অস্থায়ী বাজার সৃষ্টির স্থান নির্ধারণ ও এতদসংক্রান্ত অনুদান প্রদানের কথা থাকলেও সুফলভোগীরা সে সবের কিছুই পায়নি; উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, পীরগঞ্জ, রংপুর হিসেবে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে চরম অবহেলা করেছেন এবং সঠিকভাবে প্রকল্পের কাজের তদারকি করেননি এবং প্রাথমিক তদন্ত কার্য সম্পন্নকালে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে চরমভাবে অসহযোগিতা করেছেন বিধায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে গত ১৭-১১-২০২১ তারিখের ৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭.০০৬.২১-৩১১ সংখ্যক পত্রে বিভাগীয় মামলা নং-০৫/২০২১ রুজু করে কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় লিখিতভাবে কারণ দর্শানোর জনাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করায় গত ১৩-১২-২০২১ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্ত করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের একজন উপসচিবকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা গত ২২-০৯-২০২২ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে ডাঃ মোঃ তাজুল ইসলাম (গ্রেডেশন নং-১৪৬৪), এর বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণ এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি মর্মে মতামত প্রদান করেন;

সেহেতু, ডাঃ মোঃ তাজুল ইসলাম (গ্রেডেশন নং-১৪৬৪), উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, পীরগঞ্জ, রংপুর-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী আনীত "অসদাচরণ" এর অভিযোগ তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে প্রমাণিত না হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়াদি বিবেচনায় তাঁকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭.০০৪.২২-৩৫৫—যেহেতু, ডাঃ মোঃ আবু হাসান লাভলু (গ্রেডেশন নং-১৭৮১), ভেটেরিনারি সার্জন (সাময়িকভাবে বরখাস্ত), লীভ, ডেপুটেশন এন্ড ট্রেনিং রিজার্ভ পদ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা এবং প্রাক্তন ভেটেরিনারি সার্জন ও ভারপ্রাপ্ত উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, হাইমচর, চাঁদপুর-এর বিরুদ্ধে হাইমচর, চাঁদপুরে কর্মকালীন তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত বিভিন্ন অভিযোগের বিষয়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা কর্তৃক প্রাথমিক তদন্ত করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে, তিনি গত ১৩-০৪-২০১৬ তারিখে হাইমচর, চাঁদপুরে যোগদানের পর বিভিন্ন সময়ে বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে অফিস পরিদর্শনকালে তাঁকে কর্মস্থলে পাওয়া যায়নি। জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, চাঁদপুর কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে কৈফিয়ত তলব, আয়ন ব্যয়ন ক্ষমতা রহিত করণসহ তাঁকে সর্তক করা হয়। তা সত্ত্বেও তিনি বারংবার কর্তব্য কর্মে অবহেলাসহ কর্মস্থলে অনুপস্থিত থেকেছেন। ফলে তার উপর অর্পিত দাপ্তরিক দায়িত্বসহ উক্ত কর্মস্থলের গবাদি পশু এবং পোল্ট্রি চিকিৎসা কার্যক্রম এবং জনস্বার্থে বিঘ্নিত হয়। গত ১৫-০৪-২০২০ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জরুরি তথ্য সরবরাহের জন্য জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা কর্তৃক একাধিকবার টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পে (LDDP) কর্মরত ০৬ (ছয়) জন লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডারের বেতন ভাতা চেকের মাধ্যমে পরিশোধের নির্দেশনা থাকলেও তিনি নিয়ম বর্হিভূতভাবে ব্যাংক হতে ৭১,০০০ (একাত্তর হাজার) টাকা উত্তোলন করেছেন এবং তা যথাসময়ে তাদের পরিশোধ করেননি বিধায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে গত ১-০৯-২০২২ তারিখের ৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭.০০৪.২২-৩০৪ সংখ্যক পত্রে বিভাগীয় মামলা নং-০১/২০২২ রুজু করে কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগের বিষয়ে জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করায় গত ১৭-১০-২০২২ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়; শুনানিকালে তিনি সমগ্র বিষয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনাপূর্বক অভিযোগ দায় হতে অব্যাহতি প্রার্থনা করেছেন;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, ব্যক্তিগত শুনানি ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পর্যালোচনান্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগসমূহ যুক্তিসংগতভাবে প্রমাণিত হয়নি। কর্তব্যরত অবস্থায় একজন কর্মকর্তার ছোটখাট ভুল হতে পারে। সে ভুল সাথে সাথে সংশোধনের সুযোগ আছে বা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এ ধরণের ভুল শুধরে নিয়ে অধস্তনকে ক্ষমা করে দিবেন এটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক অভিযোগ ছিল তাও তিনি ভুলবশত করেছেন বলে স্বীকার করেন এবং পরবর্তীতে তা সংশোধন করেন। সাময়িক বরখাস্তকরণ এবং বেতন বন্ধকরণের মাধ্যমে একজন অধস্তনকে এহেন শাস্তি প্রদান বিবেক বর্জিত কাজ বলে প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু, জনাব ডাঃ মোঃ আবু হাসান লাভলু (গ্রেডেশন নং-১৭৮১), ভেটেরিনারি সার্জন (সাময়িকভাবে বরখাস্ত), লীভ, ডেপুটেশন এন্ড ট্রেনিং রিজার্ভ পদ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা এবং প্রাক্তন ভেটেরিনারি সার্জন ও ভারপ্রাপ্ত উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, হাইমচর, চাঁদপুর-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগসমূহ যুক্তিসংগতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে ভবিষ্যতের জন্য সর্তক করে অনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে গত ০৯-০৩-২০২১ তারিখের ৩৩.০০.০০০০.১১৭.১৯.০০৪.১৮-১৬৭ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনে জারিকৃত ডাঃ মোঃ আবু হাসান লাভলু (গ্রেডেশন নং-১৭৮১), এর সাময়িক বরখাস্তের আদেশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হলো এবং তাঁকে সরকারি চাকরিতে পুনঃযোগদানের আদেশ দেয়া হলো। বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস, পার্ট-১ এর বিধি ৭২(এ) মোতাবেক তাঁর সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালীন সময় অর্থাৎ সাময়িক বরখাস্তের আদেশের তারিখ হতে চাকরিতে যোগদানের পূর্বদিন পর্যন্ত সময় চাকরিকাল হিসেবে গণ্য করা হবে; তিনি সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালীন সময়ে প্রচলিত বিধি মোতাবেক বেতন ও ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. নাহিদ রশীদ
সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উন্নয়ন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ১১ কার্তিক ১৪২৯/২৭ অক্টোবর ২০২২

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৭.২৭.০০৪.২০২১-৮৮৫—যেহেতু, জনাব ননী গোপাল দাস, উপজেলা প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), এলজিইডি, উপজেলা-দাকোপ, জেলা-খুলনা সাবেক কর্মস্থল রাজবাড়ী জেলার কালুখালী উপজেলায় কর্মরত থাকাকালীন ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে (১) পাংশা-কালুখালী পাকা রাস্তার উত্তর কালুখালী মাজেদের দোকান হতে কাজী বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবিকরণ (২) পানি নিস্কাশনের জন্য ৭টি আরসিসি পাইপ কালভার্ট সরবরাহ (৩) কালুখালী উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরে দুই ভবনের মাঝে গাড়ি পার্কিং নির্মাণ ও (৪) বীর মুক্তিযোদ্ধা জিল্লুর হাকিমের অফিসঘরে আসবাবপত্র সরবরাহকরণ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাস্তবায়িত (১) কালুখালী উপজেলা পরিষদের বারান্দা নির্মাণ (২) সোনাপুর মোড় হতে পল্লী বিদ্যুৎ সাব-স্টেশন আর এ এইচ ডি ভায়া হাসপাতাল স্টেডিয়াম পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবিকরণ (৩) মাঝবাড়ি কলেজের সীমানা প্রাচীর (বাউন্ডারি ওয়াল) নির্মাণ ও অবশিষ্ট অংশ (৪) কালুখালী উপজেলার অভ্যন্তরের রাস্তা সি.সি দ্বারা উন্নয়ন ও (৫) কালুখালী উপজেলার রতনদিয়া বাজারের গলি সি.সি দ্বারা উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ অর্থাৎ মোট ৯টি স্কিম/প্রকল্পের কাজ যথাযথভাবে তদারকি করেননি এবং মাপ বহির (Measurement Book) সত্যতা যাচাই না করার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ধারায় অসদাচরণের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু, তার দাখিলকৃত জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৪-০৭-২০২২ খ্রি. তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিতে তার জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় বিভাগীয় মামলার অভিযোগসমূহ তদন্তের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) বিধি অনুসারে জনাব মোঃ মাহবুব রহমান শেখ, উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার বিভাগ, রাজবাড়ীকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা গত ২০-০৯-২০২২ খ্রি. তারিখে ৪৫৫ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনের সার্বিক মন্তব্য ও মতামত অংশে উল্লেখ করেছেন যে-ভারপ্রাপ্ত হিসেবে উপজেলা প্রকৌশলীর দায়িত্বে থাকায় অনভিজ্ঞতা ও কাজের চাপের কারণে প্রকল্পসমূহের মাপ বহি (Measurement Book) সঠিকভাবে সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি মর্মে অভিযুক্ত জনাব ননী গোপাল দাস স্বীকার করেন।

সেহেতু, বিভাগীয় মামলায় অভিযোগ বিবরণী, অভিযোগনামা, লিখিত জবাব, সংযুক্ত কাগজপত্র, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য ও তদন্ত প্রতিবেদনের মতামত সার্বিক পর্যালোচনায় জনাব ননী গোপাল দাস-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধিতে বর্ণিত অসদাচরণের অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধি অনুযায়ী "তিরস্কার দণ্ড" প্রদান করে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হলো। প্রদত্ত দণ্ড তার ডোসিয়ারে রেকর্ড করার আদেশ প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী
সচিব।

পানি সরবরাহ-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১১ কার্তিক ১৪২৯/২৭ অক্টোবর ২০২২

নং ৪৬.০০.০০০০.০৮৪.১৮.০১০.১১-১৮১—পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ৬নং আইন)" এর ৬ ধারার (১) উপধারার (জ) বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ বার কাউন্সিল এর নব নির্বাচিত সদস্য অ্যাডভোকেট আনিছ উদ্দিন আহমেদ (চেয়ারম্যান, হাউস কমিটি) কে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল এর প্রতিনিধি হিসেবে খুলনা ওয়াসা বোর্ডের সদস্য নিয়োগ করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ ফজলে আজিম
উপসচিব।

পৌর-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৪ নভেম্বর ২০২২ খ্রি.

নং ৪৬.০০.০০০০.৬৪.৩১.০৮৯.১৪-১১৭৭—স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) (সংশোধন) আইন, ২০২২ এর ৯ ধারার (১) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার জনাব মোঃ ফাইজুর রশিদ খসরু, পিতা-কাঞ্চন আলী জোমাদ্দার, মাতা-মোসাঃ মোতাহারা বেগম, গ্রাম-নিজ ভাণ্ডারিয়া, ডাকঘর-ভাণ্ডারিয়া, উপজেলা-ভাণ্ডারিয়া, জেলা-পিরোজপুর-কে ভাণ্ডারিয়া পৌরসভার প্রশাসক নিয়োগ করল। স্থানীয় সরকার বিভাগের গত ১০-১১-২০১৫ খ্রি. তারিখের ৪৬.০০.০০০০. ০৬৪.০৩১.০৮৯.১৪-১৭৫৯ নং প্রজ্ঞাপনটি এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

২। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ ও সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান অনুযায়ী প্রশাসক ভাণ্ডারিয়া পৌরসভার সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবেন।

৩। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফারজানা মান্নান
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আইন ও বিচার বিভাগ

বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ : ১৩ পৌষ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২৮ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং ১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৬৩.০২(১)-৩২৬—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মোঃ শেখ কামরুজ্জামান, জন্ম তারিখ: ০১-০১-১৯৮৩ খ্রি., পিতা-মোঃ আব্দুল গনি, মাতা-ফিরোজা বেগম, গ্রাম-দানকবান্দা, ওয়ার্ড নং-০৯, ডাকঘর-জলছত্র, উপজেলা-মধুপুর, জেলা-টাঙ্গাইল।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলার ০৩ নং বেরিবাইদ ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হইল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুরাদ জাহান চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।